গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্মপরিকল্পনার ৩.৩ ক্রমিকের আওতায় আয়োজিত গণশুনানির কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নুরুন্নবী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	২৩ নভেম্বর ২০২১
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সভা কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গণশুনানি শুরু করা হয়। সভাপতি খনিজ সম্পদ ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানিতে এই মহামারী করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সেবার মান উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সেবা প্রদানকে আরো সহজ এবং গতিশীল করার জন্য সেবাগ্রহীতাদের/অংশীজনদের অংশগ্রহণমূলক গণশুনানি সভা আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর উপপরিচালক জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ গণশুনানি সঞ্চালন করেন। গণশুনানিতে বিএমডির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নিয়মিত গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিএমডি যেহেতু নাগরিক সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু নাগরিক সেবাকে আরো অধিকতর সহজ করার জন্য বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকে ই-সেবাই রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমডির উপপরিচালক বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেম্পলেট অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে ইতোমধ্যে সেবাসমূহ অনলাইন জিআরএস সিস্টেমে (www.grs.gov.bd) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগকারী যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা পায় সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারবে।

গণশুনানিতে উপস্থিত সাদামাটি/চীনামাটি সংক্রান্ত সেবা গ্রহিতাগণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক "সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে"। তৎপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (বেলা) কর্তৃক দায়েরকৃত রিটপিটিশন নং ১১৩৭৩/২০১৫ এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কোয়ারি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। উক্ত রিটপিটিশন এ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি বিধান প্রতিপালন করে সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলন করা যাবে। পরিবেশ অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেও পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে সেবা গ্রহিতাগণ জানান। এছাড়াও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখের পত্রে "পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হিসেবে টিলা সংরক্ষণ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসরণের প্রয়োজনে সাদামাটির কোয়ারিসমূহ হতে সকল প্রকার সাদামাটি উত্তোলন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম এখনও বন্ধ রয়েছে। সেবা গ্রহিতাগণ সরকারের বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক সাদামাটি উত্তোলনের ব্যাপারে বিএমডি কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে অনুরোধ জানান।

এছাড়া সেবাগ্রহীতা জনাব মোঃ আমিনুল হক জানান, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় মেসার্স হক এন্ড ব্রাদার্স ও মেসার্স শতাব্দী ট্রেডার্স এর অনুকূলে ২০০৯ সালে সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণের জন্য মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বন বিভাগের বাধার কারণে সাদামাটি উত্তোলন ও অপাসারণ করতে নাপারায় মহামান্য হাইকোর্টে রিটপিটিশন দায়ের করেন। রিটপিটিশনের শুনানিতে বন বিভাগের বিরুদ্ধে আদেশ হওয়ায় উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে লীভ টু আপিল দায়ের করেন। আপিল বিভাগের ফুলবেঞ্চ ১০.০৬.২০১৪ খ্রি. তারিখে ইজারাদারের পক্ষে রায় দেয়। উক্ত রায়ের আলোকে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিএমডি-তে দাখিল করার জন্য আমাকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হলে পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় পুনরায় রিটপিটিশন দায়ের করি। উক্ত রিটপিটিশনের ২১.০৫.২০১৮ তারিখের আদেশ অনুযায়ী সমতল ভূমিতে সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণের নির্দেশনা রয়েছে। তারপরও আমি কাজ করতে পারি নাই। ব্যুরো হতে ছাড়পত্রের জন্য পুনরায় ১২.০৬.২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। আমি পুনরায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করি। কিন্তু অদ্যবধি ছাড়পত্র পাইনি। আমি মামলা মোকদ্দমায় মানসিক, শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। আমার দুটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত সাদামাটি কোয়ারির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

সভাপতি বলেন, দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সুষম ব্যবহার ও উত্তোলন ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিকায়নের জন্য সরকার খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসরণ করে অনলাইনে কোয়ারি ইজারার জন্য আবেদন করতে সকলকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া সীমিত খনিজ সম্পদ অপচয় রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা হয়।

সাদামাটি, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু উত্তোলনের সাথে জড়িতদেরকে পরিবেশের ক্ষতি হয় বা পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করার অনুরোধ জানানো হয়। পর্যটকদের অসুবিধা হয় এমন কোন কর্মকান্ড যাতে কেউ না করে এবং ইজারা মঞ্জুরি ব্যতিত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

পরিশেষে, সেবাপ্রত্যাশীগণ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসাবে আরও সহজে সেবাকে সেবাগ্রহিতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে গনশুনানি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নুরুন্নবী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩.৪৮৬

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
৩০ নভেম্বর ২০২১

অনুলিপি : অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে

১) উপসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
২) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
৩) উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৪) উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চলতি দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৫) সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৬) সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);

৭) সেবাগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতা সিলিকাবালু/সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর/সাদামাটি.....;

৮) হিসাবরক্ষক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);

৯) পি.এ টু মহাপরিচালক/পরিচালক, বিএমডি, ঢাকা

মোসাঃ মাহবুবা খাতুন
সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)